ভয় তাড়িয়ে শিশু মনকে আলোকিত করে

ডাবলু মামার ভূত কাহিনী

সঞ্জয় মুখার্জ্জী

জলছবি প্রকাশন

ভয় তাড়িয়ে শিশু মনকে আলোকিত করে

ডাবলু মামার ভূত কাহিনী

সঞ্জয় মুখার্জ্জী

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ,
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
E-mail : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-92648-5-9

প্রচ্ছদ
সোহাগ পারভেজ
অলংকরণ : সংগৃহীত

মূল্য : ১৫০ টাকা

একমাত্র পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.com

www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

Dablu Mamaar Bhut Kahinee by **Sanjoy Mukherjee**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka,
Published in Ekushe Boimela, 2018. Price Taka 150.00, US $ 5

উৎসর্গ

আগামী দিনের সূর্য হয়ে ওঠা শিশুদের

॥ এক ॥

আজ ডাবলু মামা আসবে। বাচ্চাদের আনন্দ আর ধরে না। ডাবলু মামা ঢাকায় একটা এনজিওতে কাজ করে। সেখানে আলোকিত মানুষ গড়তে শিশুদের বই পড়ার অভ্যাস তৈরি বিষয়ক একটি পাইলট প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছে ডাবলু মামা। এই কাজে তাকে শিশুদের সাথে সময় কাটাতে হয়। নানারকম ইচ্ছে পূরণে শিশুদের সাথে গল্প বলতে হয়। বিশেষ করে গা ছম-ছম করা ভূতের গল্প। ডাবলু মামা খুব সুন্দর করে গল্প

বলে। এবার ঈদের ছুটিতে ডাবলু মামা বেশ কয়েকদিন থাকবে। তাই তো বাড়িতে আগে থেকেই সবরকম আয়োজন গুছিয়ে রাখা হয়েছে। ডাবলু মামা কোথায় থাকবে। কোথায় বসে সবাই গল্প শুনবে সবাই—সবকিছু রেডি করে রাখা হয়েছে। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। কখন ডাবলু মামা আসবে।

সাথীরা সাত ভাই-বোন। ডাবলু সবার ছোট। আজ সে খুব খুশি। অনেকদিন পর ছোট ভাই আসছে বলে। ডাবলু তার একমাত্র ভাই। সেই ছোটবেলা থেকে ডাবলুকে বুকে-পিঠে করে বড় করে তুলেছে সাথী। তার দেখাশুনা, পড়াশোনা সবকিছুই সাথীর দায়িত্বে হয়েছে। ঈদের ছুটিতে সবাই গ্রামে এসেছে। বিশেষ করে অন্যান্য বোনেদের ছেলে-মেয়েরা। সব মিলিয়ে বাড়িতে এক হুলস্থুল ব্যাপার-স্যাপার। অহনা, আকাশ, ইমন, ঈষিকা, উপল, ঊর্মি, ঋদ্ধি, এশা আর ঐশী—সবাই মিলে মোট নয়জনকে সামাল দিতে সাথীর জীবন বেসামাল হয়ে উঠেছে। তাই তো গতকাল থেকে ডাবলু মামার কথা বলে সবাইকে বেশ ব্যস্ত রাখা গেছে। আজ সকাল থেকেই শুরু হয়েছে একের পর এক জিজ্ঞাসা। কোথায় ডাবলু মামা, এখনও আসছে না কেন? ডাবলু মামা না আসলে কী হবে। কার কাছে ভূতের গল্প শুনবো ইত্যাদি—ইত্যাদি। ডাবলু মামা আসলো বলে এ কথা বলে সাথী সবাইকে আর একটুখানি অপেক্ষা করতে বলেছে। কয়েকবার ফোনও করেছে। কিন্তু ব্যস্ত আছে শোনাচ্ছে। আবারও ফোন করলো সাথী। ও-পাশ থেকে ডাবলু বললো—হ্যাঁ বড় আপা। এখনো ট্রেনে বসে আছি। সামনে রেললাইন কারা যেন উপড়ে ফেলেছে! বিশাল ঘন জঙ্গলের পাশে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। রেললাইন সারানোর কাজ চলছে। আসতে বিকেল হয়ে যাবে। সন্ধ্যাও হতে পারে— ।

কিন্তু এদিকে তো তোর ভাগ্নে-ভাগ্নিরা অস্থির করে তুলেছে। ওরা জানতে চাইছে, কখন আসবে তাদের ডাবলু মামা।

—আপা সবাইকে বলে দাও একদম চিন্তা না করতে। আজ সারারাত ওদের সাথে গল্প করবো।

—আচ্ছা-আচ্ছা ঠিক আছে। আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি। তুই সাবধানে আসিস কিন্তু ভাই।

সাথী ফোন রেখে সবাইকে ডেকে বললো, বাচ্চারা একদম চিন্তা করো না। তোমাদের ডাবলু মামা সন্ধ্যার মধ্যেই চলে আসবে। তারপর তোমাদের সাথে ভূতের গল্প করবে।

সবাই কী মজা-কী মজা বলতে-বলতে ছুট লাগালো।

সাথী নিজের মনেই বলে উঠলো, উফ্ বাবা বাঁচলাম দস্যিগুলোর হাত থেকে!

সাথীর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারের। সামনে বিশাল খোলা উঠোন। ওখানে ধান মাড়াই করা হয়। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ

আগে। বাচ্চারা এখনো সমানে ছুটোছুটি করে চলেছে। গ্রাম হলেও বিদ্যুৎ, পানি সকল ব্যবস্থাই আছে। সাথী রান্নাঘরে সেই বিকেল থেকে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। মাঝে-মাঝেই উঠে এসে বোনেদের সাথে সময় দিচ্ছে। এর মধ্যেই বেশ কয়েকবার চা পর্ব শেষ হয়েছে। ডাবলু এখনও আসেনি। সাথীর একটু-একটু চিন্তা হচ্ছে। ভাবছে আরেকবার ফোন করবে কি না।

বাচ্চারা দলবেঁধে হাজির হয়েছে বড় খালামণির কাছে।

খালামণি। খালামণি। ডাবলু মামা তো এখনো এলো না! আমরা কী করবো এখন।

তবে কি আজ আসবে না ডাবলু মামা। শিগ্রী করে বলো। আমাদের সময় চলে যাচ্ছে।

আসবে—আসবে। আর একটু পরেই চলে আসবে তোমাদের ডাবলু মামা। তার আগে সবাই তোমরা এক জায়গায় একটু বসো তো। দেখো আমি তোমাদের জন্য কেমন মজার খাবার জিনিস তৈরি করেছি।

সবাই একসাথে প্রায় চিৎকার করে উঠলো—কী জিনিস খালামণি?

সাথী মজা করে বললো, গরম-গরম আলুর চপ। ডিমের চপও আছে। সাথে আছে পেঁয়াজ-মরিচ মাখানো গরম-গরম মুড়ি। কে-কে খেতে চাও। শিগ্রী করে এক জায়গায় চুপটি করে বসো।

সবাই আবারও বললো, কী মজা—কী মজা।

এর মধ্যে কে একজন পিছন থেকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, আমিও আছি কিন্তু।

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলো বিচ্ছুর দল।

পিছনে তাকিয়ে অবাক হয়ে চিৎকার করে বললো, ডাবলু মামা! কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? কেন এত দেরি হলো? শিগ্রী করে চলো আমাদের সাথে।

গরম-গরম আলুর চপ আর পেঁয়াজ-মরিচ মাখানো মুড়ি। সাথে ভূতের গল্প।

ডাবলু মামা সবাইকে আশ্বস্ত করে বললো, আসছি-আসছি। তোরা সবাই উঠোনে গিয়ে বোস।

তারপর এগিয়ে এসে সাথীকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলো।

বললো, কেমন আছো আপা। দুলাভাই কোথায়?

সাথী চোখের কোণে জল নিয়ে ভাইকে বুকে জড়িয়ে রাখলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, তোর দুলাভাই একটু বাইরে গেছে। একটু পরেই চলে আসবে। তুই হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে।

আরে না-না। কিছুই খাবো না। বাইরে খেয়ে নিয়েছি।

তারচে বরং ওদের সাথে সময় কাটাই। তুমি চপ আর মুড়ি পাঠিয়ে দাও। একসাথে খাই আর গল্প করি।

আচ্ছা। তাহলে ওখানেই যা। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি সব।

উঠোনে আসতেই বিশাল বাহিনী চোখে পড়লো ডাবলুর। ভালো করে তাকিয়ে দেখলো একবারে নবরত্ন। অহনা, আকাশ, ইমন, ঈষিকা, উপল, ঊর্মি, ঋদ্ধি, এশা আর ঐশী। সাথী আপার দুই ছেলে-মেয়ে অহনা আর আকাশ, মেজ আপার এক ছেলে ইমন। সেজো আপার দুই জমজ মেয়ে এশা আর ঐশী। নোয়া আপার দুই ছেলে-মেয়ে উপল আর ঊর্মি। ছোট আপার একমাত্র ছেলে ঋদ্ধি। রাঙা আপার একমাত্র মেয়ে ঈষিকা।

অহনা আর আকাশ বাকিদের চেয়ে একটু বড়। অহনা ক্লাস নাইনে পড়ে। আকাশ ক্লাস সেভেনে। বাকিদের সবাই কমবেশি কাছাকাছি বয়সের। ঈষিকা আর ঋদ্ধি ক্লাস থ্রিতে পড়ে। উপল পড়ে ফাইভে, আর ঊর্মি ফোর-এ। ইমন, এশা আর ঐশী পড়ে সিক্স-এ। মোটামুটি থ্রি-টু-নাইন। এই হলো নবরত্নের চেহারা।

ডাবলু মামা তাদের কাছে আসতেই কে তার কাছে বসবে, তাই নিয়ে শুরু হলো ঠেলাঠেলি।

ডাবলু মামা বললো, সবাই চুপ করে বোস। আমি তোদের সামনেই বসবো।

ঈদের এই কটা দিন কী-কী করবো, তার একটা পরিকল্পনা করা দরকার।

তোরা সবাই বই নিয়ে এসেছিস সাথে করে?

এইবার আর কেউ কথা বলে না। এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

ঐশী সাহস করে বলে ওঠে, ঈদের ছুটিতে এসেছি। বই আনবো কেন? সবাই মিলে মজা করবো। তারপর আবার ফিরে গিয়ে স্কুল শুরু হলে তারপর পড়বো।

ডাবলু মামা শব্দ করে হেসে উঠে বললেন, আমিও তো তাই চাই।

সাবাস ঐশী। এই কটা দিন সবাই মিলে ভীষণ মজা করবো।

এর মধ্যেই গরম-গরম আলুর চপ আর মুড়ি এসে হাজির। সবাই মজা করে মুড়ি আর চপ খেতে শুরু করলো।

আকাশ বললো—ডাবলু মামা, ভূতের গল্প হয়ে যাক।

সবাই একসাথে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে উঠলো।

ডাবলু মামা বললো, একটু দাঁড়া। একবারে চা-টা খেয়ে নি। তারপর শুরু করছি।

এরমধ্যে তোরাও একদম রেডি হয়ে বোস।

নো নড়ন চড়ন। গল্প শুরু করলে আর উঠতে পারবি না। এমনিতেই ভূতের গল্প। তারপর গ্রামে নাকি সত্যি-সত্যি ভূত দেখা যায়। কাজেই সবরকম প্রস্তুতি থাকা দরকার।

অহনা ডাবলু মামার কাছে এসে বলে, মিছামিছি ভয় দিচ্ছো কেন মামা।

আমার কিন্তু এমনিতেই ভূতের ভয় বেশি।

ডাবলু মামা বললো, কোন ভয় নেই। আমার কাছে একটা ভূতের গল্পের বই আছে। ওটা তোকে দেবো। বইটা পড়লে দেখবি ভূতের ভয় এক্কেবারেই নেই হয়ে গেছে।

তারপর তুই আর আমি মিলে কাল অনেক রাত অবধি সকলকে চমকে দেব।

চা পর্ব শেষ হতেই আবার বায়না। কখন গল্প শুনবো। কত রাত হয়ে গেলো। এখনও গল্প শুরু হলো না!

ডাবলু মামা মুখে চায়ের কাপটা তুলে শেষ চুমুকটা দিয়েই বললো, যাহ! হয়ে গেছে। এইবার গল্প শুরু করছি।

তো কিসের গল্প দিয়ে শুরু করবো?

এশা আর ঐশী বলে ভূত। মামা ভূতের গল্প বলো।

ইমন বলে মামদো ভূতের গল্প শুনবো। না-না, গেছো ভূতের গল্প। ঋদ্ধি চেঁচিয়ে বলে।

উপল আর ঊর্মি চুপ করে আছে। ডাবলু মামা বললো, কি রে! চুপ করে আছিস কেন?

কিসের গল্প শুনবি? উপল বলে গল্পটা কত বড়? ঊর্মি বলে বড় গল্প হলে একটা। আর ছোট হলে কয়েকটা।

ঈষিকা বললো, মাকে ডাক দেই? আমার ভয় লাগছে।

আকাশ ওকে কাছে নিয়ে বললো, কোন ভয় নেই। আমরা সবাই আছি তো।

ডাবলু মামা বললেন, ঠিক আছে সবাই মন দিয়ে শোন। আজ একটা অল্প ভয়ের গল্প বলবো। কিন্তু কাল আর পরশু আমি আর অহনা মিলে সারারাত ভূতের গল্প বলবো।

যারা আজ ভয় পাবে, তাদের কালকে না থাকলেও চলবে।

সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, আমরা কেউই ভয় পাই না। শুধু ঈষিকা বললো, আমি একটু পাই, তবে মাকে সাথে নিয়ে আসবো। তখন আর ভয় করবে না।

তাহলে গল্প শুরু করা যাক। ডাবলু মামা সবার দিকে তাকিয়ে বললো— আলোটা নিভিয়ে দিই, তাহলে গল্প শুনতে ভালো লাগবে। এই অহনা লাইটটা নিভিয়ে দে।

লাইট নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। সবাই খোলা উঠোনে বসে আছে। ডাবলু মামা সবার সামনে মুখোমুখি বসে গল্প বলা শুরু করলো—

একবার অফিসের কাজে বাইরে গিয়ে অনেক রাত হয়েছে।

কত রাত মামা? জানতে চায় ইমন। উফ্ কথা বলিস না। শুনতে দে।

রাত প্রায় একটা। ডাবলু মামা বললেন।

স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমেছি। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তাড়াতাড়ি করে ওয়েটিং রুমের কাছে দৌড়ে যেতেই চোখ পড়লো দরজা বন্ধ। আমার সাথে আরো কয়েকজন যাত্রী নেমেছিলো। তারা কেউই না দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে স্টেশনের বাইরে চলে গেছে। আমিও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলাম, বৃষ্টি ঝরছেই। কী করা! কাঁধে ব্যাগটা ঝুলিয়ে স্টেশনের বাইরে এলাম। ও মা! না-রিকশা না-অটো, দেখি কোন কিছুই নেই! কী করবো ভাবছি। এদিকে রাত বাড়ছে। ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখি রাত সোয়া একটা। ভাবলাম, একটু এগিয়ে গেলে হয়তো কিছু পেয়ে যেতে পারি। যে কথা সেই কাজ। বৃষ্টি ভিজে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে রওয়ানা হলাম। একটু এগোতেই স্টেশনের আলো আর দেখা যায় না। রাস্তায়ও কোন আলো নেই।

ভাবছি মোবাইল ফোনের আলো জ্বেলে নিই। মোবাইল ফোন বের করে দেখি চার্জ প্রায় শেষ।

কত পার্সেন্ট মামা? টুয়েন্টি হলেও কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চলে। ঋদ্ধি বলে উঠলো।

ডাবলু মামা ওর কথাটাকে গল্পের অংশ হিসেবে নিয়েই বললেন, না-না একদমই শেষ প্রান্তে। মাত্র চার পার্সেন্ট। তবে তাতেই একবার মোবাইল টর্চটা

জ্বেলে সামনেটা যতটা সম্ভব দেখা যায়, দেখলাম। তারপর অফ করে দিলাম। অন্ধকারেই এগুচ্ছি। লাইট অফ করে এখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

আকাশ বললো, একদম ঠিক। অন্ধকারে লাইট একবার জ্বালিয়ে অফ করে দিলে সত্যিই কিছু দেখা যায় না। তারপর কী হলো মামা? তুমি কি দাঁড়িয়ে পড়লে?

না-না। নতুন জায়গা। চেনাজানা নেই। দাঁড়িয়ে থাকলে কি আর চলবে! যাচ্ছি। এগিয়ে যাচ্ছি দ্রুত। কারণ বৃষ্টিটা আবার জোরে পড়তে শুরু করেছে।

একটু পরেই পথের দুপাশে ঝোপ থেকে কেমন যেন একটা শব্দ কানে এলো। আমি থমকে দাঁড়ালাম।

অন্ধকার চোখে সয়ে আসলেও কিছুই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। শব্দটা কেমন যেন সামনের দিক থেকে আমার দিকে আসতে লাগলো। এই প্রথম আমার গা ছম-ছম করে উঠলো।

প্রথমে ভাবলাম, বৃষ্টির শব্দ। তারপর মনে হলো, না। এটা কেমন যেন কিছু একটা মাড়িয়ে চলার মত শব্দ।

আমি দ্রুত পা চালাতে লাগলাম। মনে হলো শব্দটাও আমার দিকে বেশ দ্রুত গতিতে এগুচ্ছে।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। শব্দটাও কেমন যেন কানে কম আসছে।

আমি সাহস করে অন্ধকারে কিছু একটা খুঁজে দেখার চেষ্টা করলাম। দেখলাম ঝোপের মধ্য দিয়ে কী যেন একটা বড়সড় এক দলা অন্ধকার আমার দিকেই আসছে।

তখন তো আমার দম প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। অন্ধকার পথ। আশেপাশে কেউ নেই।

এমনিতেই ভিজে চাপচুপ। তারপর পিছু নিয়েছে একটা ভয়ঙ্কর কিছু।

এটুকু বলার পর ডাবলু মামা সকলের দিকে একবার তাকালেন। দেখলো কেউ কোন কথা বলছে না। এইটুকু বিরতি পেয়ে কেউ যেন একটু নড়েচড়ে বসলো। ঐশী বলে উঠলো, আমি একটু মাকে দেখতে যাবো। অনেকক্ষণ দেখিনি। ঈষিকাও বললো, আমিও।

বেশ কিছুক্ষণ পর ঊর্মি বলে উঠলো, মামা তারপর কী হলো বলো—বলো।

ঋদ্ধিও বললো, হুমম। শুনি পরেরটুকু।

ডাবলু মামা ফিসফিস করে উঠলো। একটা গাঢ় কালো জমাট অন্ধকার এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমি সাহস করে দাঁড়িয়ে গেলাম। অন্ধকারটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি কাঁধের ব্যাগটাকে হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ মনে হলো, দেখি মোবাইল ফোনের টর্চটা জ্বালতে পারি কি না।

আমি পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করার চেষ্টা করছি। চোখ রয়েছে সামনের দিকে। আর মাত্র দশহাত দূর। অন্ধকারটা এগিয়ে আসছে।

ঈষিকা প্রায় কেঁদে উঠলো, আমার ভয় করছে। আকাশ তাকে আরও কাছে জড়িয়ে ধরে থাকলো।

ডাবলু মামা বলে চলেছে, মোবাইল ফোনটা বের করতে গিয়ে হঠাৎ করে রাস্তায় পড়ে গেল।

আকাশ বলে উঠলো—উফ্। এই সময়েই!

ডাবলু মামা বলে চলেছে, অন্ধকারে হাতড়ে আবার ফোনটা খুঁজে পেয়েছি।

সামনের অন্ধকারটাও কেমন দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এটা নিশ্চয়ই ভূত। তারপর । তারপর কী হলো?

এবার এশা বলে উঠলো—আলো জ্বালাতে এতো দেরি হচ্ছিলো কেন? আমি তো সাথে-সাথেই জ্বালাতে পারি।

ডাবলু মামা না থেমে বলে চলেছে, মোবাইলে টর্চ জ্বালাতে গিয়ে দেখি মাত্র দুই পার্সেন্ট। লাল হয়ে আছে দাগটা।

তবুও টর্চটা একবার জ্বালানোর চেষ্টা করলাম। জ্বললোও।

টর্চটা সামনের দিকে ধরতেই যা চোখে পড়লো, আমি তো একবারে ভয় পেয়ে গছি। হতবাক হয়ে গেছি।

নিশ্চয়ই শিংওয়ালা এক দৈত্য—তাই না? উপল বললো।